গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
উন্নয়ন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০০০.০৮১.৩৬.০০০৪.২০(অংশ-১)-৮৬ তারিখ: ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ / ২০ মে ২০২৬

বিষয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম- এর আওতাভুক্ত "পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস স্কিম" এর আওতায় উপজেলা/থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "Startup, Science Project and Innovation Idea Showcasing" প্রোগ্রাম আয়োজন।

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর গত ১৪ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষার্থীদের "সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা সৃষ্টিতে গুরুত্বারোপ" এবং "সুশিক্ষায় মেধাবী শিক্ষক" কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি)- এর আওতাভুক্ত "পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (পিবিজিএসআই) স্কিম" -এর মাধ্যমে "উদ্ভাবনী মেধাবী শিক্ষার্থী পুরস্কার" এবং "সুশিক্ষায় মেধাবী শিক্ষক পুরস্কার" প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে উপজেলা/থানা পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে "Startup, Science Project and Innovation Idea Showcasing for Secondary level Students and Teachers" প্রোগ্রাম আয়োজন করে বিজয়ী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নির্বাচন করা হবে। জেলা থেকে নির্বাচিত বিজয়ী শিক্ষার্থী এবং উপজেলা থেকে নির্বাচিত শিক্ষকদের অংশগ্রহণে জাতীয় পর্যায়ে "Startup, Science Project and Innovation Idea Showcasing for Secondary level Students and Teachers" শীর্ষক প্রোগ্রাম আয়োজন করে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠান জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আয়োজন করা হবে। উল্লিখিত পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে পত্রের সাথে সংযুক্ত ধাপসমূহ অনুসরণপূর্বক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নির্বাচন করে তালিকার সফটকপি ও হার্ডকপি জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরসহ স্ক্যান করে পিবিজিএসআই স্কিমের ইমেইলে (pbgsiaward2026@gmail.com) ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:
১. শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নির্বাচন এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের ধাপসমূহ;
২. "Startup, Science Project and Innovation Idea" সংক্রান্ত ধারণাপত্র;
৩. উপজেলা, জেলা ও মহানগরীর শিক্ষা থানা পর্যায়ের নির্বাচন কমিটি;
৪. নির্বাচিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক তালিকা ছক;
৫. জাতীয় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য USEO এবং DEO -দের তথ্যাদি সমন্বিত ছক;
৬. উপজেলা, শিক্ষা থানা ও জেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যয়বিবরণী।

২০/০৫/২০২৬

(দীপায়ন দাস শুভ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
☎ ২২৩৩৮৪৫৫২
sas_dev1@moedu.gov.bd

জেলা প্রশাসক (সকল)

অনুলিপি: (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)
১. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২. প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (SEDP) ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৩. অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা[
৪. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৮. সচিব এর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯. স্কিম পরিচালক, পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (পিবিজিএসআই) স্কিম, এসইডিপি
১০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১১. অফিস/মাস্টার কপি।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নির্বাচন এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের ধাপসমূহ

দেশব্যাপী সকল উপজেলা এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ও খুলনা মহানগরীর আওতাধীন শিক্ষা থানাসমূহের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক পাঠদানকৃত কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আগামী ১১/০৬/২০২৬ খ্রি. তারিখে "Startup, Science Project and Innovation Idea Showcasing" শীর্ষক প্রোগ্রাম আয়োজন করতে হবে। উক্ত প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

(১) উপজেলা কমিটি কর্তৃক মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নোটিশ প্রদান করা। প্রতিষ্ঠান ৫ জন শিক্ষার্থী ও ২ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করবে। উক্ত টিম Startup বা Science Project বা Innovation Idea উল্লিখিত প্রোগ্রামে Showcasing করবে।

(২) একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এক বা একাধিক দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট নির্বাচন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং এর প্রভাব সংক্রান্ত কাজে আইডিয়া শেয়ার, তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা করবেন।

(৩) উপজেলা/থানা পর্যায়ের নির্ধারিত কমিটি উপজেলা পর্যায়ে উপস্থাপন/প্রদর্শনকৃত প্রজেক্টসমূহের মধ্য থেকে ১টি প্রজেক্টকে বিজয়ী/শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচন করবে এবং শ্রেষ্ঠ দলকে জেলায় আয়োজিত "Startup, Science Project and Innovation Idea Showcasing" প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবে।

(৪) জেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠানের জন্য জেলার আওতাধীন সকল উপজেলা/থানায় শ্রেষ্ঠ দলকে নিয়ে ১৪/০৬/২০২৬ খ্রি. তারিখে "Startup, Science Project and Innovation Idea Showcasing for Secondary level Students and Teachers" শীর্ষক প্রোগ্রাম আয়োজন করবে।

(৫) জেলা পর্যায়ের নির্ধারিত কমিটি জেলায় আয়োজিত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রজেক্টসমূহের মধ্য থেকে ১টি প্রজেক্টকে বিজয়ী/শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচন করবে। বিজয়ী দলকে (৫ জন শিক্ষার্থী এবং উক্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ২ জন শিক্ষক) প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত "Startup, Science Project and Innovation Idea Showcasing" প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবে।

(৬) জেলা থেকে নির্বাচিত বিজয়ী দলের ৫ জন শিক্ষার্থী এবং প্রত্যেক উপজেলা থেকে নির্বাচিত ২ জন শিক্ষকের (জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষকসহ) নাম ও তথ্য সংযুক্ত ছক অনুযায়ী ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে সফট কপি এবং জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরসহ স্ক্যান করা হার্ডকপি পিবিজিএসআই স্কিমের ই-মেইলে **(pbgsiaward2026@gmail.com)** প্রেরণ করতে হবে। উক্ত শিক্ষকগণ জাতীয় পর্যায়ের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন।

(৭) জেলা থেকে নির্বাচিত বিজয়ী দল (৫ জন শিক্ষার্থী ও ২ জন শিক্ষক) ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের আগের দিন পূর্বাহ্নে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত আবাসনে রির্পোট করবেন এবং ঐ দিন অপরাহ্নে বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রজেক্ট উপস্থাপন/প্রদর্শন মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে। (অংশগ্রহণকারীদের আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে পরবর্তীতে পত্রের মাধ্যমে জানানো হবে)

(৮) জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ তাদের শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট জেলার জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রজেক্ট প্রদর্শন করবে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিদর্শন করবেন।

(৯) জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর উপস্থাপন/প্রদর্শনকৃত প্রজেক্টসমূহ থেকে সেরা ১০ টি দলকে নির্বাচন করা হবে, যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবে।

(১০) জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের "উদ্ভাবনী মেধাবী শিক্ষার্থী পুরস্কার" হিসেবে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা শিক্ষার্থীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ ও ১ টি করে সার্টিফিকেট অনুষ্ঠানস্থলে প্রদান করা হবে।

(১১) জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী (উপজেলা থেকে নির্বাচিত) সকল শিক্ষককে "সুশিক্ষায় মেধাবী শিক্ষক পুরস্কার" হিসেবে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ ও ১ টি করে সার্টিফিকেট অনুষ্ঠানস্থলে প্রদান করা হবে।

(১২) উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ (সংযুক্ত বাজেট বিবরণী অনুযায়ী) যথাসময়ে পিবিজিএসআই স্কিম থেকে জেলা শিক্ষা অফিসারের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ উপজেলা এবং জেলা কমিটির মাধ্যমে ব্যয় করতে হবে।

(১৩) ৬৪ টি জেলা এবং মহানগর থেকে নির্বাচিত ১১ টি (ঢাকা ৫টি+চট্টগ্রাম ২টি+রাজশাহী ২টি+খুলনা ২টি) দলসহ মোট ৭৫ টি দলের {৭৫×৭ (৫ জন শিক্ষার্থী+২ জন শিক্ষক)} =৫২৫ জনের জন্য স্কিম থেকে আবাসন, ভেন্যুতে পৌঁছানোর পরিবহনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৪) উপজেলা/থানা থেকে নির্বাচিত বিজয়ী দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ২ জন শিক্ষক, জেলা পর্যায় থেকে নির্বাচিত বিজীয় দলের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার এবং সকল জেলার জেলা শিক্ষা অফিসারগণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন।

(১৫) জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য উপজেলা থেকে নির্বাচিত বিজয়ী দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ২ জন শিক্ষক, জেলা পর্যায় থেকে নির্বাচিত বিজীয় দলের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও উক্ত উপজেলার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার এবং সকল জেলার জেলা শিক্ষা অফিসারদের নামসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংযুক্ত ছক অনুযায়ী প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরসহ পিবিজিএসআই স্কিমের ই-মেইলে (pbgsedp2021@gmail.com) ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

"Startup, Science Project and Innovation Idea Showcasing for Secondary level Students and Teachers" প্রোগ্রাম সম্পর্কিত ধারণাপত্র

বর্তমান সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও, কর্মমুখী, উৎপাদনমুখী এবং সময়উপযোগী করে গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উন্নয়ন (পার্সোনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট)সহ নানা উপায়ে আনন্দময় শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা থেকে বের হয়ে গঠনমূলক সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি)-এর আওতাভুক্ত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (পিবিজিএসআই) স্কিম"-এর আয়োজনে দেশব্যপী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে আয়োজিত হতে যাচ্ছে "Startup, Science Project and Innovation Idea Showcasing for Secondary level Students and Teachers" প্রোগ্রাম।

এ প্রোগ্রামে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ জন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ২ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে একটি টিম/দল গঠিত হবে। এই টিম/দল উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে Startup বা Science Project কিংবা Innovation Idea Showcasing প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

১. স্টার্টআপ (Startup):

স্টার্টআপ বলতে বুঝায় একটি নতুন ব্যবসা বা উদ্যোগ যার মাধ্যমে সাধারণত একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করে বা নতুন কোনো পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ভোক্তা তৈরি করা যায়। এটি ছোট পরিসরে শুরু হলেও এর একটি বৃহৎ সম্ভাবনা থাকে। একটি নতুন ব্যবসা বা উদ্যোগ, যা সমাজের কোনো সুনির্দিষ্ট বা জটিল সমস্যার সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব (Innovative) উপায়ে সমাধান নিয়ে আসে । স্টার্টআপের মাধ্যমে কোনো নতুন উদ্যোগ বা ব্যবসা বড় করার সুযোগ থাকে। আজকের দিনের গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজনের মতো বিখ্যাত কোম্পানিগুলো একসময় স্টার্টআপ ছিলো। এখানে এমন কিছু ব্যবসায়িক বা সেবাধর্মী আইডিয়া নিয়ে আসতে হবে যা বাস্তবসম্মত এবং সমাজের কোনো সমস্যার সমাধান করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীরা স্থানীয় রিসোর্সকে কাজে লাগিয়ে নতুন আইডিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে সহজেই ক্ষুদ্র উদ্দোক্তা হতে পারে। পড়াশোনার পাশাপাশি তার চিন্তন দক্ষতা, স্কিল ও অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে স্টার্টআপ করতে পারে। পুরো টিম মিলে একটা আইডিয়াকে উন্নত করে এর বাস্তবায়নে কাজ করতে পারে। টিমের শিক্ষকগণ এক্ষেত্রে সমন্বয় করবেন ও গাইডলাইন দিবেন। স্টার্টআপ মানে শুধু বড় কোম্পানি করাই না, বরং কোনো সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্যও স্টার্টআপ হতে পারে। এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন মাথায় রাখতে হবে, সমস্যা কী? কার সমস্যা? এর সমাধান কী হতে পারে? এই সমাধান কীরূপে করা হবে? কেনো মানুষ এই সমাধান ব্যবহার করবে? খরচ কেমন? খরচ যোগানোর উপায় কী? এটি কীভাবে লাভজনক হবে? ইত্যাদি।

যেমন, হাওর অঞ্চলে ধান কাটার মৌসুমে স্থানীয় রিসোর্স ব্যবহার করে কোনো ডিভাইস/গ্যাজেট/সমন্বিত উদ্যোগ তৈরি করে কৃষকের ধান দ্রুত গোলায় তুলতে ও বাজারজাতে সহায়তা করা, পঠিত বই অন্য শিক্ষার্থীর কাছে পৌছে দেওয়ার অ্যাপ তৈরি করা, নিজের চারপাশের সমস্যার সহজ সমাধান, বৃষ্টির পানিকে যথাযথ সংরক্ষণ ও একে পানযোগ্য করে বাজারজাত, রান্নার জন্য জ্বালানী সাশ্রয়ী পদ্ধতি তৈরি ও তা ডিস্ট্রিবিউশন, সমন্বিতভাবে বায়োগ্যাস প্লান্ট করে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে তা বাসাবাড়িতে সরবারহ, প্লাস্টিক রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে পণ্যে রূপান্তর, স্থানীয় ই-কমার্স বা কৃষি বিপনন ব্যবস্থা তৈরি, বর্জ্য ব্যস্থাপনা ইত্যাদি। স্টার্টআপের মাধ্যমে শিক্ষার্থী পড়াশোনার পাশাপাশি ভবিষ্যতের সফল উদ্যোগতা হতে পারে।

২. বিজ্ঞান প্রকল্প (Science Project):

সায়েন্স প্রজেক্ট (Science Project) বা বিজ্ঞান প্রকল্প হলো বিজ্ঞানের কোনো সূত্র বা তত্ত্বকে শুধু বইয়ের পাতায় পড়ে মুখস্থ না করে, নিজের হাতে-কলমে একটা মডেল, পরীক্ষা বা প্রজেক্ট তৈরি করে তার সত্যতা প্রমাণ করা। সহজ কথায়, "বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে, তা একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা। Science Project-এ শিক্ষার্থীরা নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের সহায়তায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সূত্র ব্যবহার করে হাতে-কলমে কোনো কার্যকরী মডেল বা প্রজেক্ট তৈরি করতে পারে।

যেমন,

স্বল্পমূল্যের পানি শোধন যন্ত্র: নদী বা পুকুরের পানিকে অতি সহজে ও কম খরচে পানের উপযোগী করার বৈজ্ঞানিক মডেল। স্মার্ট হোম ও এনার্জি সেভিং সিস্টেম: ঘরে কেউ না থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইট-ফ্যান বন্ধ হওয়া বা সৌরশক্তিকে আরও দক্ষভাবে ব্যবহারের প্রযুক্তি।

স্বয়ংক্রিয় বন্যা বা দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা: বন্যা বা পাহাড় ধসের পূর্বাভাস দিয়ে স্থানীয় মানুষকে সতর্ক করার কোনো কার্যকরী মডেল, ইত্যাদি ।

৩. ইনোভেশন আইডিয়া (Innovation Idea)

যে কোনো ছোট পরিবর্তন, যা মানুষের সময়, শ্রম, টাকা বা কষ্ট কমায়, বা জীবনকে সহজ করে- তাই উদ্ভাবন। যদি এখনই বড় প্রজেক্ট বা স্টার্টআপ তৈরি করা সম্ভব না-ও হয়, তবে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে এমন যে-কোনো নতুন ও সৃজনশীল ধারণাই হলো ইনোভেশন আইডিয়া। যেমন, আগেকার দিনে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভারী জিনিসপত্র বা বাক্স টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেত, যাতে অনেক কষ্ট হতো। কোনো এক বিজ্ঞানী প্রথম 'চাকা' আবিষ্কার করলেন। এটা হলো আবিষ্কার (Invention)। চাকা আবিষ্কারের অনেক বছর পর কেউ একজন ভাবলেন-"আচ্ছা, ট্রাভেল ব্যাগের নিচে যদি দুটো ছোট চাকা লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে তো ভারী ব্যাগ টেনে নেওয়া কত সহজ হয়ে যায়!" এই যে ব্যাগের নিচে চাকা লাগিয়ে মানুষের কষ্ট দূর করার অভিনব আইডিয়া, এটাই হলো ইনোভেশন (Innovation)।

শিক্ষার্থীদের ইনোভেশন প্রজেক্ট বা আইডিয়া তৈরি করতে মূলত ৩টি জিনিস মাথায় রাখতে হবে:

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি (Novelty): কাজটা বা আইডিয়াটা যেন প্রচলিত নিয়মের চেয়ে একটু আলাদা এবং বুদ্ধিদীপ্ত হয়।
সহজ সমাধান (Utility): আইডিয়াটি যেন মানুষের কোনো একটি সমস্যার সহজ সমাধান দেয় বা কোনো কাজকে আগের চেয়ে আরামদায়ক করে তোলে।
বাস্তবায়নযোগ্য (Feasibility): আইডিয়াটি যেন শুধু খাতায়-কলমে না থেকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়।

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের পরিবেশ দেখেই দারুণ সব ইনোভেশন করতে পারে। যেমন-

শিক্ষা ক্ষেত্রে ইনোভেশন: পড়ালেখা মনে রাখার জন্য কোনো বিশেষ ফ্ল্যাশ-কার্ড গেম বানানো বা ক্লাসরুমের পড়া সহজে বোঝার জন্য কোনো থ্রি-ডি মডেল তৈরি করা
স্মার্ট ট্রাফিক ও সড়ক নিরাপত্তা: দুর্ঘটনা রোধে বা যানজট কমাতে ট্রাফিক সিগন্যালের আধুনিকায়ন নিয়ে কোনো অভিনব আইডিয়া।
প্লাস্টিকের বিকল্প: পাট বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে শতভাগ পচনশীল ও টেকসই প্যাকিং সামগ্রী তৈরির আইডিয়া।
ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা: প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা বা পরামর্শ পৌঁছে দেওয়ার উদ্ভাবনী উপায়। ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ:

- বিদ্যুৎ, আগুন বা রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় অবশ্যই শিক্ষক বা বড়দের সাহায্য নিতে হবে।
- বর্জ্য বা হাতের কাছের জিনিস ব্যবহার করো: প্রজেক্ট তৈরি করতে দামি জিনিস কেনার প্রয়োজন নেই।
- প্রজেক্টটি/আইডিয়াটি কীভাবে কাজ করে এবং এর পেছনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি কী, এর সাহায্যে কীভাবে উপকৃত বা লাভবান হতে পারে তা যেন খুব সহজে (১-২ মিনিটে) বিচারকদের বুঝিয়ে বলা যায়, তার প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে।

উপজেলা পর্যায়ের বাছাই ও বাস্তবায়ন কমিটি :

ক্রমিক	উপজেলা পর্যায়ের কমিটি	কমিটিতে অবস্থান
১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO)	সভাপতি
২	উপজেলার সবচেয়ে পুরনো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক	সদস্য
৩	জেলা শিক্ষা অফিসার/ তার মনোনীত একজন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা	সদস্য
৪	সভাপতি মনোনীত স্থানীয় পর্যায়ের একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি	সদস্য
৫	উপজেলা মাধ্যমিক অফিসার /দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার	সদস্য সচিব

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহানগরীর শিক্ষা থানা পর্যায়ের বাছাই ও বাস্তবায়ন কমিটি

ক্রমিক	শিক্ষা থানা পর্যায়ের কমিটি	কমিটিতে অবস্থান
১	আঞ্চলিক পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	সভাপতি
২	জেলা প্রশাসক-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩	আঞ্চলিক উপপরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	সদস্য
৪	জেলা শিক্ষা অফিসার বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সভাপতি মনোনীত একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি	সদস্য
৬	থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

জেলা পর্যায়ের বাছাই ও বাস্তবায়ন কমিটি:

ক্রমিক	জেলা পর্যায়ের কমিটি	কমিটিতে অবস্থান
১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	জেলার সবচেয়ে পুরনো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক	সদস্য
৩	জেলার সবচেয়ে পুরনো সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক	সদস্য
৪	সভাপতি মনোনীত একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি	সদস্য
৫	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

সংযুক্তি-৪

নির্বাচিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের তথ্য ছক

১. শিক্ষার্থী

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	ব্যাংকের নাম	হিসাবের নাম	একাউন্ট নম্বর	রাউটিং নম্বর	হিসাবের মোবাইল নম্বর (শিক্ষার্থী/অভিভাবক)
১.												
২.												
৩.												
৪.												
৫.												

২. শিক্ষক

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নম্বর	ব্যাংকের নাম	হিসাবের নাম	একাউন্ট নম্বর	রাউটিং নম্বর	মোবাইল নম্বর
১.											
২.											

সংযুক্তি-১

জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য DEO, USEO এবং শিক্ষকদের তালিকা ছক

১. জেলা শিক্ষা অফিসারের তথ্য:

বিভাগের নাম	জেলার নাম	জেল শিক্ষা অফিসারের নাম	দপ্তরের নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	NID নম্বর	রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর

২. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের তথ্য

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নাম	দপ্তরের নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	NID নম্বর	রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর

৩. উপজেলা থেকে নির্বাচিত ২ জন শিক্ষকের তথ্য

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	শিক্ষকের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	NID নম্বর	রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর

৮ -- ৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (PBGSI) স্কিম, এসইডিপি
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।
E-mail: pbgsedp2021@gmail.com

Startup, Science Project and Innovation Idea Showcasing for Secondary level Students and Teachers – অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে ব্যয় বিভাজন।

১. উপজেলা পর্যায়ে বাছাই আয়োজন-এর বিস্তারিত বাজেট:

ক্রমিক	বিবরণ	ইউনিট সংখ্যা	ইউনিট ব্যয়	মোট ব্যয়
১.	নাস্তা/ রিফ্রেশমেন্ট	১০০ জন	৮০/-	৮০০০/-
২.	দুপুরের খাবার	১০০ জন	৩০০/-	৩০,০০০/-
৩.	উদ্ভাবণী উপকরণ ক্রয় এবং স্টল প্রস্তুতের জন্য ব্যয় (শিক্ষার্থীদের)	১০টি	৩০০০/-	৩০,০০০/-
৪.	উপজেলা হতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দলের (প্রতি দলে ৫ জন করে) +প্রতি দলে ২ জন করে শিক্ষকসহ (৭*৩) মোট ২১ জনের ক্রেস্ট ক্রয় বাবদ	২১	১০০০/-	২১,০০০/-
৫.	উপজেলা হতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দলের (প্রতি দলে ৫ জন করে) +প্রতি দলে ২ জন করে শিক্ষকসহ (৭*৩) মোট ২১ জনের সার্টিফিকেট ক্রয় বাবদ	২১	LS	২০০০/-
৬.	উপজেলা হতে ৭ জন সদস্যের জেলায় যাতায়াত বাবদ খরচ	০৭ জন	১০০০/-	৭,০০০/-
৭.	বিবিধ			২০০০/-
			সর্বমোট	**১,০০,০০০/-**

২. ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহানগরীর ২৫টি থানায় বাছাই আয়োজন-এর বিস্তারিত বাজেট:

ক্রমিক	বিবরণ	ইউনিট সংখ্যা	ইউনিট ব্যয়	মোট ব্যয়
১.	নাস্তা/ রিফ্রেশমেন্ট	১০০ জন	৮০/-	৮০০০/-
২.	দুপুরের খাবার	১০০ জন	৪৫০/-	৪৫,০০০/-
৩.	উদ্ভাবণী উপকরণ ক্রয় এবং স্টল প্রস্তুতের জন্য ব্যয় (শিক্ষার্থীদের)	১০টি	৩০০০/-	৩০,০০০/-
৪.	থানা হতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দলের (প্রতি দলে ৫ জন করে) +প্রতি দলে ২ জন করে শিক্ষকসহ (৭*৩) মোট ২১ জনের ক্রেস্ট ক্রয় বাবদ	২১	১০০০/-	২১,০০০/-
৫.	থানা হতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দলের (প্রতি দলে ৫ জন করে) +প্রতি দলে ২ জন করে শিক্ষকসহ (৭*৩) মোট ২১ জনের সার্টিফিকেট ক্রয় বাবদ	২১	LS	২০০০/-
৬.	থানা হতে ৭ জন সদস্যের জেলায় যাতায়াত বাবদ খরচ	০৭ জন	১০০০/-	৭,০০০/-
৭.	বিবিধ		২০০০/-	২০০০/-
			সর্বমোট	**১,১৫,০০০/-**

৩. ৬৪টি জেলা পর্যায়ে বাছাই আয়োজন-এর বিস্তারিত বাজেট:

ক্রমিক	বিবরণ	ইউনিট সংখ্যা	ইউনিট ব্যয়	মোট ব্যয়
১.	নাস্তা/ রিফ্রেশমেন্ট	২০০ জন	৮০/-	১৬,০০০/-
২.	দুপুরের খাবার	২০০ জন	৪০০/-	৮০,০০০/-
৩.	উদ্ভাবণী উপকরণ ক্রয় এবং স্টল প্রস্তুতের জন্য ব্যয় (শিক্ষার্থীদের)	১৭টি	৫০০০/-	৮৫,০০০/-
৪.	জেলা হতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দলের (প্রতি দলে ৫ জন করে) +প্রতি দলে ২ জন করে শিক্ষকসহ (৭*৩) মোট ২১ জনের ক্রেস্ট ক্রয় বাবদ	২১	১০০০/-	২১,০০০/-
৫.	জেলা হতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দলের (প্রতি দলে ৫ জন করে) +প্রতি দলে ২ জন করে শিক্ষকসহ (৭*৩) মোট ২১ জনের সার্টিফিকেট ক্রয় বাবদ	২১	LS	২০০০/-
৬.	থানা হতে ৭ জন সদস্যের জেলায় যাতায়াত বাবদ খরচ	০৭ জন	৫০০০/-	৩৫,০০০/-
৭.	বিবিধ		২০০০/-	২০০০/-
			সর্বমোট	**২,৪১,০০০/-**